১১-০৪-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*"মিষ্টি বাচ্চারা - যে খুশি তোমরা নিজেরা লাভ করেছ তা' সবাইকে দাও, সুখ-শান্তি বিতরণের ফেরি করো" *

প্রশ্নঃ - বেহদের ড্রামার প্রতিটা সিন তোমরা বাচ্চারা ভালোবাস - কেন ?

উত্তরঃ - কারণ ক্রিয়েটর নিজে এই ড্রামা ভালবাসেন । তাই ক্রিয়েটর যখন ভালবাসেন, তখন তোমরা বাচ্চারাও নিশ্চয়ই এটা ভালবাসবে । তোমরা কোনও বিষয়ে বিপর্যস্ত হতে পারনা । তোমরা জানো, সুখ-দুঃখের একটা খুব সুন্দর নাটক রচিত হয়েছে যার মধ্যে জয় পরাজয়ের খেলা অবিরত চলতে থাকে । তোমরা এটাকে খারাপ বলতে পার না । দিনও ভালো রাত্রিও ভালো । এই ড্রামায় যে যেমন পার্ট পেয়েছে তা' অনেক খুশির সাথে পালন করলে তারা অনেক আনন্দে থাকে । এই বেহদ নাটকের নলেজ যারা স্মরণ করতে থাকে তারা সর্বদা উৎফুল্ল থাকে । তাদের বুদ্ধি ভরপুর থাকে ।

গীতঃ- আমাদের তীর্থ হল অনুপম ...

ওম্ শান্তি । বাস্তবে স্কুলে কোনও গান গাওয়া হয়না । এটা তো পাঠশালা, তবে তোমরা কেন গান গাও এখানে ? এই গান সত্যযুগে গাওয়া হয় না । আমরা এখন সঙ্গমযুগে বসে আছি । এই কারণে ভক্তি এবং গানের ভাব নিয়ে আমরা, তারা যে অর্থ করেছে, তা' বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিই। মানুষ তাদের অর্থ বুঝতে পারেনা । *আমরা এখন না এখানে, না ওখানে ; আমরা এর দুইয়ের মাঝে বসে আছি । সেইজন্যে তাদের থেকে আমরা সামান্য আধার নিই* । বাচ্চারা তোমাদের জ্ঞান আর ভক্তির রহস্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে । ভবিষ্যতের জন্য তোমরা এখন জ্ঞান শুনছ । এমন কোনও মানুষ নেই যে পুরুষার্থ করে ভবিষ্যতের জন্য প্রারব্ধ বানাতে পারে । ভবিষ্যৎ নতুন দুনিয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছ । মানুষ পরের জন্মের জন্য দান, পুণ্যাদি করে । ওটা হলো ভক্তি, এটা জ্ঞান । কেউ কেউ এমনও বলে জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য । সন্ন্যাসীদের হদের বৈরাগ্য যেখানে তোমাদের বৈরাগ্য বেহদের । ওরা তোমাদের ঘর-পরিবারের প্রতি অনাসক্ত করে কিন্তু দুনিয়ার প্রতি নয় । কারণ তারা কল্পের সময়কাল অনেক বড় করে দিয়েছে, এমনকি তারা জানেনা যে এখন তমঃপ্রধান জরাজীর্ণ দুনিয়া যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । বাবা এখন এখানে বসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন এবং তোমাদের বুদ্ধিও বলছে, এটা একদম ঠিক । সুতরাং, পবিত্রতাই এখানে মুখ্য যার জন্য তারা তাদের ঘর-পরিবার ছেড়ে চলে যায় । তোমরা পুরানো দুনিয়ার সবকিছু বুদ্ধি থেকে সরিয়ে দাও । পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য তোমরা পবিত্র হও । তোমাদের যাত্রা বুদ্ধির । কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে তোমাদের কোথাও যেতে হবেনা । তোমাদের দেহের কোনো কিছুই এতে প্রয়োজন হয়না । আমরা এখন রুহানী বাবার কাছে যাচ্ছি । শারীরিক যাত্রা অনেক হয় । কোনো সময় এক জায়গায় তো কোনো সময় আরেক জায়গায় । তোমাদের বুদ্ধি একমাত্র এক জায়গাতে । এটাকে তোমরা বিশুদ্ধ ভক্তি অর্থাত্ অব্যভিচারী ভক্তি বলতে পারো । তোমরা কেবলমাত্র একের স্মরণ করো । তাদের সকলের ভক্তি ব্যাভিচারী; তারা অন্য অনেককে স্মরণ করে । তোমাদের অব্যাভিচারী রুহানী যাত্রা যার মাধ্যমে তোমরা নিজের ঘরে পৌঁছে যাও । তারা নির্বাণধামকে নিজের ঘর বলে মনে করেনা । তারা বলে, অমুক অমুকে ইহলোক পার করে নির্বাণধামে চলে গেছে । তোমরা জানো, আমরা আত্মারা সেখানে বাবার সাথে থাকি । বাবা এখন এসেছেন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । তারা ভাবে, তারা সকলেই

ঈশ্বরের রূপ । তারা বহু শাস্ত্রাদি পড়েছে । এখানে তোমাদের সেইসব কিছুই শেখানো হয়না । এমনকি তোমাদের সেই সব কর্মকাণ্ডের সন্ন্যাস করানো হয় । সেই সমস্ত কিছু ভক্তির কর্মকাণ্ড । ঈশ্বরের গতি এবং মত্ (সৃষ্টি নাটকের রহস্য) অনুপম অর্থাত্ সবকিছু থেকে আলাদা অথচ সর্বোত্কৃষ্ট । সর্বাগ্রে তোমাদের অলফ সম্বন্ধে শেখানো হয় । বাবা নিজেই দালাল হয়ে আসেন । তারা এটা গায়ও কিন্তু বুঝতে পারেনা । তোমরা ভক্তি অপছন্দ করোনা । তোমাদের কোনোকিছুর প্রতি ঘৃণা থাকেনা, কেননা তোমরা জানো এই ড্রামার সবকিছু পূর্ব নির্ধারিত । হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এটা তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে এই পুরানো নোংরা দুনিয়া ছেড়ে তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । যখন তোমরা ভক্তি মার্গে ছিলে তোমাদের ভক্তির প্রতিই ভালবাসা ছিল । তোমরা গান ইত্যাদি শুনে নিজেরা আনন্দে ছিলে । এখন তোমরা বুঝতে পারছ যে সেইসব কাজের কিছু নয় । গান শোনায় কোনও ভুল নেই কিন্তু তোমরা জানো যে এটাও ভক্তির অ্যাক্ট । আমাদের বুদ্ধিযোগ এখন সেইসব থেকে ছিন্ন হয়ে জ্ঞানের সাথে যুক্ত হয়েছে । তোমরা জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়ই জানো । মানুষ যতক্ষণ না জ্ঞান লাভ করছে ভক্তির প্রতি তারা আস্থাভাজন থাকে । আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে ভক্তি করে এসেছি । ভক্তির প্রতি আমাদের ভালোবাসা বেড়ে গেছে । এখন এটা আমাদের বুদ্ধিতে আছে যে সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়ের এই খেলা পূর্ব পরিকল্পিত । সুতরাং তাদের ওপর আমাদের করুণা হয় । তারাও কেন না রচনা এবং রচয়িতার জ্ঞান লাভ করে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হোক ! তোমরা যে খুশি পেয়েছ তা' অন্যকেও দেওয়া উচিত্ । যখন সিন্ধি ব্যবসায়ীরা দেখে কোনো বিশেষ একটা দেশে খুব ভালো বিজনেস হতে পারে, তারা তাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের এই সম্বন্ধে বলে, অমুক অমুক জায়গায় যাও; তোমরা খুব ভালো উপার্জন করতে পারবে । তোমরা জানো এই রাবণ রাজ্যে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নেই । মানুষ জানেনা এই জ্ঞান আসলে কি ! এমনকি সাধু-সন্তরাও জানেনা যে তোমরা এই জ্ঞানের মাধ্যমে স্বরাজ্য অধিকার লাভ করো । তারা জিজ্ঞাসা করে এই জ্ঞান দ্বারা তোমাদের কি প্রাপ্তি হয় ? তখন এইরকম লেখা হয়ে থাকে, তোমরা সুখ এবং শান্তি উভয়ই লাভ করতে পারো, তাও অবিনাশী । যখন কেউ সুখ শান্তির ফেরি একটা প্রমাণ উচ্চতায় তুলে ধরে, সে তাতেই নিজেকে নিয়োজিত রাখে । হ্যাঁ, কিছু সময়ের জন্য তোমাদের শারীরিক সার্ভিসও করতে হবে । সত্সঙ্গের সময়ও সকালে এবং বিকালে হয় । মাতাদের ঘরের দেখাশোনা করার বন্ধন থাকে, সেইজন্য দিনের বেলায় একটা বিশেষ সময় রাখা হয়েছে । সকালের সময় সবচাইতে ভালো কারণ মন তখন একদম ফ্রেশ থাকে । যা কিছু তোমরা শুনছ তা' ধারণ করে পরিপাক করো অর্থাত্ মান্য করো । দুনিয়ায় এই কথা কেউ জানেনা নিরাকার পরমাত্মা তোমাদের পড়াতে আসেন । ভগবানুবাচঃ "আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করি ।" এই যোগ অতি প্রসিদ্ধ । মানুষ পরহিত কল্যাণে বিনাশী ধনের দান পুণ্য করে যাতে তারা রাজকীয় পরিবারে জন্ম নিতে পারে । এখানে তোমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার লাভ করছ । সবকিছু দান করে পরিবর্তে তোমরা ২১ জন্মের জন্য লাভ করো । সেই সময়ে কোনও পদপ্রাপ্তির জন্য তোমাদের মেহনত করতে হয়না । পদ ফিক্স হয়ে যায় । তোমরা এখন বাবার থেকে তোমাদের রাজ্যাধিকার লাভ করছ । এই কারণে বাবা বলেন, ভালোভাবে পড়াশোনা করে জন্মের পর জন্ম রাজা হও । প্রথম জন্মে তোমরা উঁচু পদপ্রাপ্ত হবে । এমনকি কিছু কিছু প্রজাও উঁচু পদ লাভ করে । রাজত্বে দাসদাসী ইত্যাদিও প্রয়োজন হয় । তোমরা যত বেশী পড়াশোনা করে মহাদানী হবে ততই উঁচু পদপ্রাপ্ত হবে । বাবাও মহাদানী । তিনি সকলকে ধনবান বানিয়ে দেন । তিনি সবাইকে সুখ শান্তির বরসা দেন । একদম প্রথমে তোমরা সুখে যাও, ক্রিশ্চিয়ানদের জন্যও বলা হয়, জঙ্গলে থাকত, পত্র পরিধান করত, বিকারের দৃষ্টিও ছিলনা । সেখানে সবাই সুখে ছিল কারণ প্রথম সময়কাল ছিল সতঃপ্রধান এবং পরে তারা সতো, রজো, তমো অবস্থার

মধ্য দিয়ে যায় । তাদের পার্ট তাদের নিজেদের, আমাদের পার্ট আমাদের নিজেদের । যারা এই ধর্মের তাদেরই স্যাপ্লিং লাগানো হতো । তোমরা যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তত্ক্ষণাত্ তোমরা জেনে যাবে তারা তোমাদের ধর্মের কিনা ! তোমরা বাচ্চারা প্রত্যেককে বোঝাও যে, বাবা নতুন দুনিয়া রচনা করেন আর ভারত একা স্বর্গের সুখ সম্পত্তির বরসা লাভ করে, পরে সেই সমস্ত কিছুই তারা খুইয়ে ফেলে । ড্রামা অনুসারে উত্তরাধিকার নিতেও হবে আর নিয়ে হারাতেও হবে । এই চক্র সবসময় ঘুরছে । আমরা স্বর্গরাজ্যের সব সুখ-সম্পদ হারিয়ে এখন আবারও সেই বরসা লাভ করছি । লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য সম্পর্কে কেউ কিছু জানেনা । এই কারণে বলা হয়, কখন কিভাবে লক্ষ্মী নারায়ণ তাঁদের রাজ্যপাট লাভ করেছিলেন ? তারা শুরুতে কৃষ্ণকে দেখায় এবং লক্ষ্মী নারায়ণকে উধাও করে দেয় , আমরা সেখানে লক্ষ্মী নারায়ণকে সামনে রেখে কৃষ্ণকে অদৃশ্য করে রাখি । লক্ষ্মী নারায়ণ সত্যযুগের । তোমরা বলতে পারনা, নারায়ণ উবাচঃ । বাবা বলেন, আমি সঙ্গম যুগে আসি । লক্ষ্মী নারায়ণ নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মে, সঙ্গমে তাঁদের রাজ্য অধিকার লাভ করেছিলেন । লক্ষ্মী নারায়ণ পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, এখন তাঁদের অন্তিম জন্ম । একজন তো নিশ্চয়ই কেউ আছেন যিনি লক্ষ্মী নারায়ণকে রাজ্যপাট সঁপেছিলেন ! সুতরাং, ভগবানই তাঁদের রাজত্ব দিয়েছেন । এই সময় তোমরা সম্পূর্ণ বেগার হয়েছ, এরপরই তোমরা রাজকুমার হয়ে যাও । রাজকুমার অবশ্যই রাজা মহারাজার কাছে জন্ম নেয় । এখনও এমন অনেক ভালো রাজা আছেন যাঁরা তাঁদের প্রজাদের প্রতি স্নেহবৎসল । তোমরা জানো, আমরা এখন রাজযোগ শিখছি যার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতের রাজ্যভাগ্য লাভ করি । আমাদের এই আস্থা আছে - কেননা এই ড্রামা চিরন্তন, জয় পরাজয়ের খেলা । যা কিছু হচ্ছে তা' ঠিক । ক্রিয়েটর কি এই ড্রামা পছন্দ করবেন না ! তিনি নিশ্চয়ই এই ড্রামা ভালোবাসবেন । তাহলে ক্রিয়েটরের সন্তানরাও এই ড্রামা নিশ্চয়ই ভালবাসবে । আমরা কাউকে ঘৃণা করতে পারিনা । তোমরা জেনেছ ভক্তি ড্রামারই একটা পার্ট । সমগ্র ড্রামা(সৃষ্টি রূপী নাটক) ভালো । তোমরা কেন বলবে ড্রামা খারাপ ? ড্রামার রহস্য আমাদের বুদ্ধিতে আছে যা আমরা তোমাদের বোঝাই । এখন ভক্তির পার্ট সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । এখন পুরুষার্থ করে বাবার থেকে বিশ্ব রাজত্বের বর্সা ব অধিকার নিতে হবে । বাবা বলেন, এইসব আসুরিক সম্প্রদায়ের ঘৃণার কোনও প্রশ্নই নেই । এই নাটক ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের আর আসুরিক সম্প্রদায়ের । তারা নিজেদের অসুখী মনে করেনা । তারা ভক্তি করেই চলে, ভাবে ভগবান একদিন এসে তাদের ভক্তির ফল দেবেন, ঘরে বসে বসেই তারা কোনও না কোনও রূপে ভগবানকে খুঁজে পাবে । সন্ন্যাসীরা ভাবে তারা নিজে থেকেই নির্বাণধাম চলে যাবে । তাদের নিজেদের পুরুষার্থ দ্বারা তারা তত্ত্বের সাথে যোগযুক্ত হয় আর এটাই বিশ্বাস করে যে, তারা এর মধ্যেই লীন হয়ে যাবে । দুনিয়ায় বিভিন্ন মত্ আছে । বাবা এসে সেই সমস্তকে এক মতে প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি বুঝিয়ে দেন ড্রামা অনন্তকালের জন্য রচিত হয়েছে, খুব সুন্দর নাটক তৈরি হয়েছে । সুখ দুঃখের পার্ট ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে যা দেখে খুব আনন্দ হয় । বেহদের এই খেলা খুব ফাইন তৈরি হয়েছে । তাই তো সকলের খুশি হওয়া উচিত্ । দিনও ভালো রাত্রিও ভালো । একটা নাটকই তো ! তোমরা জানো রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে, আমাদের দিনের আলোয় যেতে হবে, নিতে হবে উঁচু পদের প্রাপ্তি ! তোমরা মুহ্যমান কিভাবে হতে পারো ? ড্রামাতে যে পার্ট পেয়েছ শুধু সেটাই প্লে করতে হবে । খুব ভালো এই ড্রামা । তোমরা বলতে পারনা এটা খারাপ । এই নাটক কখনও শেষ হয়না । এটা ফার্স্টক্লাস একটা নাটক । এটাকে জেনে তোমাদের বুদ্ধি ভরপুর হয়েছে । বাবা যেমন নলেজফুল, বাচ্চারাও নলেজফুল । তোমরা এখন সবকিছু জেনেছ, তোমাদের কত সময় সুখ আর কত সময় দুঃখ পেতে হবে, আর সেই কারণেই তোমরা বলো, হে প্রভু ! তোমার লীলা চমত্কার । ঈশ্বরের রচনা যখন, তখন অবশ্যই ভালো হবে । তাকে খারাপ কে বলবে ! ড্রামায় যে

যেমন পার্ট পেয়েছে তা' পালন করতেই হবে । এই খেলা কখনও শেষ হয়না, ড্রামার সব দৃশ্যকে জানাতেই তো আনন্দ । ভক্তিমার্গে কেউ জানেনা সত্যযুগী রাজ্যপাটের কথা । সত্যযুগী রাজত্বে ভক্তি সম্বন্ধে অবগত থাকেনা । ভক্তিমার্গে তারা কত সুন্দর গান গায়, হে প্রভু, বিচিত্র তোমার অলৌকিক লীলা ! একমাত্র বাচ্চারা তোমরাই এটা বুঝতে পারো । এই ঈশ্বরীয় খেলা আর কেউ জানেনা । সত্যিই আমরা কত বিশাল উত্তরাধিকার লাভ করি । সারাদিন এই ভাবনা থাকা উচিত্ কত ওয়ান্ডারফুল এই খেলা ! এর ব্যাখ্যাও কত ওয়ান্ডারফুল । বাবার লীলা কত সুন্দর ! তোমরা বেহদের এই নাটক জানো, তোমাদের যে পদ প্রাপ্ত হয় তা'দেখেও তোমরা আনন্দিত হও । মানুষ শুধুমাত্র একটা নাটক দেখেই খুশি হয় । সেখানে নাটক বিভিন্ন ধরণের হয়, আর এখানে এই নাটক একটাই হয় । এই নাটকের মুখ্যসার জেনে আমরা বিশ্বের মালিক হই । কতখানি ওয়ান্ডারফুল ! তোমরা এটা জানতে পেরেছ বাবার থেকে । এইসব জিনিস মন্থন করতে হয় । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে দুই তিন ঘন্টা বার করে তোমাদের পরিবারের সাথে ওই নাটক দেখ । তোমরা কি সেই বিষয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করো ? এটা সহজেই তোমাদের বুদ্ধিতে বসে যায় । একইভাবে এটাও বেহদের একটা নাটক মাত্র । কেন তোমরা তা' ভুলে যাও ? এই চক্রের স্মৃতি তো একদম সহজ, অন্য কেউ এটা জানেনা । তোমরা বুদ্ধির দ্বারা জানো আর দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখ । তোমরা যত অগ্রসর হবে, তোমরা আরও অনেক সিন সিনারিও (দৃশ্যাবলি) দেখবে । আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বাবা সমান মহাদানী হতে হবে । সবাইকে সুখ শান্তির বর্সা দিতে হবে । জ্ঞান ধারণ করে পরিপাক (নিজে ধারণ করে অন্যকেও করাতে হবে) করতে হবে ।

২) বেহদ নাটক দেখে সর্বদা হর্ষিত থাকা উচিত্ । প্রভু লীলা আর এই ড্রামা কত বিচিত্র - একে স্মরণ করে খুশিতে থাকতে হবে ।

*বরদানঃ- স্নেহের শক্তি দ্বারা মেহনত থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্ম স্নেহী ভব

স্নেহের শক্তি মেহনতকে সহজ করে দেয়, যেখানে ভালবাসা থাকে সেখানে মেহনত লাগেনা । মেহনত মনোরঞ্জন হয়ে যায় । ভিন্ন ভিন্ন বন্ধনে বাঁধা আত্মারা মেহনত করে কিন্তু পরমাত্ম স্নেহশীল আত্মারা সহজেই মেহনত থেকে মুক্ত হয়ে যায় । এই স্নেহের বরদান সর্বদা স্মৃতিতে থাকলে যত বড় পরিস্থিতিই আসুক না কেন ভালবেসে, সস্নেহে পরিস্থিতিরূপী পাহাড়ও পরিবর্তিত হয়ে হালকা হয়ে যায়।

স্লোগানঃ-সদা নির্বিঘ্ন থেকে অন্যকে নির্বিঘ্ন বানাতে হবে - এটাই হল যথার্থ সেবা ।